কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 APR 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্যাতনে অচেতন দুই ছাত্র

নবীন মনে র‍্যাগিং ভয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরুর (২৮ মার্চ) এক সপ্তাহ না পেরোতেই র‍্যাগিং আতঙ্ক শুরু হয়েছে। গত সোমবার র‍্যাগিংয়ের নামে নির্যাতনে দুই ছাত্র অচেতন হয়ে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা র‍্যাগিংয়ে জড়িত। প্রশাসন তাঁদের একটি তালিকা তৈরির চেষ্টা করছে। তবে ক্যাম্পাসে নবাগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে।

বাংলা বিভাগে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী তাসনিমুল ফামিয়া বলেন, 'খুব ভয়ে দিন পার করছি। দুজন অসুস্থ হওয়ার খবরে আরো বেশি খারাপ লাগছে। আমরা ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের র‍্যাগিং চাই না।'

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনে ক্লাসের ফাঁকে বাংলা বিভাগে জ্যেষ্ঠদের মানসিক নির্যাতনের কারণে অচেতন হয়ে পড়েন প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদে অচেতন হয়ে পড়েন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রথম বর্ষের আরেক ছাত্র। এ ঘটনার পর দ্রুত তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে নেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁদের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁদের সুস্থ হতে আরো কয়েক দিন লাগবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে (আহত দুই শিক্ষার্থী অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হলো না)।

এদিকে গতকাল দুপুর ১২টায় সমাজবিজ্ঞান ভবন থেকে মিছিল বের করে ছাত্র ইউনিয়ন। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুন্নি চত্বরে সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশে বক্তারা র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে শক্ত অবস্থান নেওয়ার দাবি জানান। বক্তারা বলেন, 'ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিশ্চিত করতে হবে। আর র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাগিংবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কঠোর অবস্থানে প্রশাসন : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত সোমবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আজীবন বহিষ্কারসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়, 'র‍্যাগিং একটি জঘন্য সামাজিক ব্যাধি। এই ঘৃণ্য আচরণ দ্বারা ব্যক্তির অপূরণীয় শারীরিক-মানসিক ক্ষতি হতে পারে। র‍্যাগিং নাগরিক অধিকার পরিপন্থী, বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ছাড়া দৈহিক, মানসিক পীড়ন, যেকোনো ধরনের অশোভন আচরণ, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ, কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা, মত প্রকাশে বাধাদান, জোরপূর্বক কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী করা এবং রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত হতে বাধ্য করা, কারো সামাজিক, মানবিক মর্যাদাহানিকর কর্মকাণ্ড, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ, ঘুষ বা যেকোনো ধরনের আর্থিক অনাচার, বলপ্রয়োগ, আইনের দৃষ্টিতে অন্যান্য অপরাধ র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হবে।'

জাবি প্রক্টর তপন কুমার সাহা বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদেরকে অবহিত করতে বলা হয়েছে।'